বাংলাদেশ গরীব নয়!

মোঃ মাসুদুল হক

একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আজ প্রায় ৪২ বছর। কিছু কিছু মানুষের আর্থিক পরিবর্তন হয়েছে। কিছু মানুষ নিঃস্ব ছিল আরো হয়েছে। যারা নিঃস্ব হয়েছে তারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অশিক্ষার ফলেই এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের জীবনের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও শিক্ষা নাই। অপর পক্ষে যারা শিক্ষিত উদ্যোগী ও উদ্যমী তারা এগিয়ে যাচ্ছে। নিঃস্ব অসহায়রা কোন প্রকার জীবন ধারণ করে আছে। এদের পরিবর্তন এর জন্য সরকারী ও বেসরকারি উদ্যোগ ও আছে। কিন্তু এরা এতই অসহায় ও নীচের স্তরের যে এদের উপরে উঠাতে যে ব্যাপক উদ্যোগ ও অর্থ প্রয়োজন তার হয়ত ঘাটতি আছে। অপর পক্ষে এরাও শিক্ষার অভাবের কারণে কোন পথে এগুবে তাও জানে না। সোজা কথায় আলোর পথ বা আলোকিত পথ দেখেনা বা জানে না।

বাংলাদেশ একজন বিদেশী রাষ্ট্রদূত ও বলেছেন যে বাংলাদেশে নানা সম্পদ আছে। এসব সম্পদ ব্যবহার করে একটি মাঝারি আয়ের দেশ হওয়া খুব কঠিন নয়। সম্পদ দু'ধরনের হতে পারে একটি মানব সম্পদ অপরটি প্রাকৃতিক সম্পদ। আমি মানব সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কে বলব। এ মানব সম্পদ ব্যবহার করে আমরা গার্মেন্টস সহ কল কারখানা ও কৃষি জমির উৎপাদন বাড়াতে পারি। আবার মানব সম্পদ বিদেশে পাঠিয়েও দেশের আয় বাড়াতে পারি। প্রকৃত পক্ষে হচ্ছেও তাই কিন্তু এ মানব সম্পদ যদি সুশিক্ষিত করে পাঠানো যেত তাহলে আরো অনেক বেশী আয় করা যেত।

আমি মনে করি আমরা গরীব নই কিন্তু আমাদের প্রশাসনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা যথাযথ নয় বলেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন হচ্ছে না। সুশিক্ষিত লোক তৈরি করতে ভাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দরকার আবার আগ্রহী শিক্ষার্থীও প্রয়োজন। প্রত্যেকটি বিষয়ের সমন্বয় না হলে আউট পুট (ফল) ও ভাল আসবেনা। এর জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও গণতন্ত্রের চর্চা তবেই সঠিক ভাবে সবকিছু চলার আশা করা যায়। যুক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা'র বই এর এক জায়গায় লেখা হয়েছে। জাস্টিস ব্রান্ডিস বলেছেন গণতন্ত্রে একটিই মাত্র অফিস বা দরবার হল- নাগরিকের অফিস বা দরবার। নাগরিকের অফিস বা দরবারকে যদি মূল্য দেয়া হয় বা গুরুত্ব দেয়া হয় তবে অনেক কিছুই সহজী-করন হয়ে যায়।

আমাদের প্রশাসনটি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। এ প্রশাসনের কাঠামো একদিনে বা এক বছরে গড়ে উঠেনি। ব্রিটিশদের তৈরি করা কাঠামোই আমরা ব্যবহার করি। তারা পৃথিবীতে অনেক দেশ গড়েছে যেমন ভারতবর্ষ, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আফ্রিকা ও এশিয়ার আরো কয়েকটি রাষ্ট্র ও তারা গড়ে তুলেছে। এর পিছনে তাদের শক্তি যুগিয়েছে তাদের শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ। পঞ্চম শতাব্দী থেকে তারা একটি গ্রামার স্কুল ও একটি মিউজিক স্কুল স্থাপন করে শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিয়ে এখনো সারা পৃথিবীতে তারা বা তাদের থেকে লব্ধ জ্ঞান দ্বারাই প্রায় সারা পৃথিবীই চলছে। শিক্ষায় ও গবেষণায় তারা বা তাদের থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরাই অগ্রগণ্য।

অনেক সভ্যতা বেশী বাড়া বাড়ি বা নানা কারণে হয় ধ্বংস হয়েছে না হয় বেশী দুর এগুতে পারেনি। কিন্তু ব্রিটিশ -আমেরিকানরা এখনো সারা পৃথিবীতে জ্ঞানের আলো বিকিরণ করে যাচ্ছে। তাদের দেশের ডিগ্রি থাকলে পৃথিবীর যে কোন দেশেই কাজ করা যায়। এক সময় ইংল্যান্ড সমস্ত ইউরোপকে

আলোকিত করেছে। তাদের চালিকা শক্তির পিছনে মহৎ উদ্দেশ্যে ছিল সততা, ন্যায় নিষ্ঠা ও গণতন্ত্র ছিল। নতুবা ছোট একটি দ্বিপ ইংল্যান্ড কি করে সমস্ত বিশ্বে পরিচিত পেল, উপনিবেশ স্থাপন করল। কোথায় কোথায়ও তেমন প্রশাসন ছিল না। তারা স্থাপন করেছে । কোথায়ও কোথায়ও দুর্বল প্রশাসন ছিল তারা সুকৌশলে তা গ্রহণ করেছে বা যুদ্ধ করে জয় করেছে। মালয়েশিয়া সুকৌশলে তারা গ্রহণ করেছে । কারণ তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছিল এবং মনের প্রসারতা ছিল।

আমি ১৯৭৭-৭৯ সালে মাদারীপুরে এস ডি পিও ছিলাম । ব্রিটিশ আমলে লেখা দুটি নোট বই সেখানে পাই। তখন কার দিনে জিলাতেও এ ধরণের নোট বই ছিল । মাদারীপুরের ১৯০৯ সালের দিকে যে কয়জন ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার ছিলেন তারা সবই সুন্দর করে মাদারীপুরের চিত্র তুলে ধরেছেন। তাদের নাম ফিলিপ, মেকসটেড, হলম্যান ইত্যাদি। মাদারীপুর থেকে তখন ফরিদপুর যেতে স্টিমারে ২৪ ঘণ্টা লাগত। স্থল পথ ছিল না । এখন অবশ্য এক দেড় ঘণ্টায় যাওয়া যায় । কোথায় কোন ঋতুতে কি পাখি পড়ে, বৃষ্টিপাত কত হয় তার বর্ণনা ও ছিল । এস ডি পিও এর অফিসের পাশেই একটি ঘোড়ার আস্তাবল ও ছিল। আমার অফিসে একজন রিডার এ এস আই ছিল যিনি ব্রিটিশ আমলের ভর্তি কনস্টবল। সে সময় লোক নিয়োগে কঠোর নিয়ম কানুন মানা হতো এবং আজকের দিনের মত পত্র পত্রিকায় নানা দুর্নীতির কথা উঠতো না।

ঐ সময় লোক সংখ্যা কম ছিল যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সততা ছিল। এখন সে ধরণের লোক সংখ্যায় অল্প। যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে, মোবাইল ফোনের প্রচলনের মাধ্যমে এখন দেশে কেন বিদেশেও যোগাযোগ একেবারেই সহজ হয়েছে স্কাইপের সাহায্যে কথা বললে মনে হয়, পাশাপাশি ঘর থেকে কথা বলছি এবং ছবিও দেখা যায়। এর পরও আমাদের প্রশাসনকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করা হয়েছে। একটি জিলাকে রাতা রাতি ঘোষণা দিয়ে কয়েকটি জিলা করা হয়েছে। কিন্তু আইনও বিধি পরিবর্তন করা হয় নাই। ফলে বাস্তবের সাথে আইন ও বিধির কোথায়ও কোথায়ও বৈসাদৃশ্য পাওয়া যাবে যা প্রশাসনিক আদেশে সামঞ্জস্য করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এটা করে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে span of control সূত্র না মানায় প্রশাসন দুর্বল হয়েছে । পূর্বে বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগ ও জিলা কর্মকর্তা থেকে সার্কেল পর্যন্ত প্রতিটি বড় ইউনিটের অধীনে ৪-৬টি ছোট ইউনিট ছিল । কিন্তু মহকুমাগুলি জিলা হওয়ায় একজন বিভাগীয় প্রধানের অধীনে ১৫/১৬টি ইউনিট হয়ে যায়। আবার জিলা গুলির অধীন সার্কেল বা থানার সংখ্যাও কমে যায়। যেমন মাদারীপুর জিলায় এখন একটি মাত্র সার্কেল ও ৪টি মাত্র থানা। ফলে পুলিশ প্রশাসন ও জিলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানের কাজ কমে যায়। যেখানে পূর্বে একটি জিলায় কম পক্ষে ১৮টি থানা ছিল সেখানে বর্তমানে কোন একটি জিলায় থানার সংখ্যা ৪/৫ এর ও নীচে । এসব করার ফলে প্রশাসনে কাজের ব্যালেন্সটি নষ্ট হয়ে যায়।

ব্রিটিশ আর্মির জেনারেল স্যার আয়ান এস এম হেমিলটন এর সূত্র অনুযায়ী প্রশাসনিক কাঠামো ব্রিটিশ আমলে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। তার বইয়ের নাম “The soul and body of an army” (1921). It is also called span of management. সেই সময় কার আরেক জন বিশেষজ্ঞ গ্রাকুনার সূত্র অনুযায়ী একজন সিনিয়র অফিসার সাধারণত ছয় বা কম সংখ্যক নিম্ন পদস্থ অফিসারের বা ইউনিটের কর্ম কাণ্ড তদারক করিতে পারেন । কিন্তু রাতারাতি বড় জেলা গুলি ভেঙ্গে ছোট ছোট জেলা সৃষ্টি করায় প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙ্গে যায় ও নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে যায়। ফলে অতি সুপারভিশন ও কম সুপারভিশনের সৃষ্টি হয়।

আমাদের জন সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় উচ্চ শিক্ষার জন্য নানা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয় কিন্তু নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গুলির শিক্ষার মান প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে যায়। প্রশাসনিক জটিলতাও সৃষ্টি হয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ কয়েক জনই দাবী করেন। ফলে ঐ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানও ব্যহত হয় । এর সাথে যদি অসততা যোগ হয় তাহলে আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ কল্পনাই করা যায় না ।

আমাদের সকল ব্যবস্থাপনাই দুর্বল। শিক্ষার ব্যবস্থাপনাই বলুন আর জন সংখ্যার ব্যবস্থাপনার কথাই বলুন। জন সংখ্যার আধিক্যই সকল ব্যবস্থাপনার নষ্টের মূল। ৫৬ হাজার বর্গ মাইল জায়গায় ১৬ কোটি লোক আর কোথায়ও নাই। ফলে একটি ভাল স্কুলে ভর্তির জন্য বিভিন্ন তদবির হয় ও অসত্যের পথ অবলম্বন করা হয়। আমরা গরীব নই কিন্তু আমাদের আর্থ সামাজিক অবস্থা, শিক্ষার গুনগত অবস্থা ও সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা উন্নত নয়। শিক্ষার গুনগত মান উন্নত করার জন্য ভাল ও ত্যাগী শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি থাকলে মেধার মূল্য না থাকলে ইহা সম্ভব নয়। ইহার সূচনা হতে হবে সর্ব্বোচ্চ মহল লোক । তাঁরা যদি তা উপলব্ধি না করেন এবং না চান তবে আমরা দিন দিন আরো খারাপ অবস্থাপনার দিকে দ্রুত ধাবিত হব ।

কোন রাজনৈতিক দল যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয় তবে সেই রাজনৈতিক দল থেকে নিয়োজিত ব্যক্তি ও দুর্নীতি পরায়ণই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে স্বল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম ও থাকতে পারে। যারা রাষ্ট্র চালান তাঁরা যদি সৎ, নিষ্ঠাবান ও আইনের প্রতি মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবান হন তবে তার প্রভাব সকল স্তরে প্রতিফলিত হওয়ার আশা কারা যায়। নতুবা নেগেটিভ প্রভাব প্রতিফলিত হবে।

উন্নত দেশের সকল প্রতিষ্ঠানে সর্বোত্তম সেবা দেয়ার জন্য অনবরত প্রচেষ্টা চলে। তারা নানা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, টিম ওয়ার্ক ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তা করে থাকে। সরকারী অফিসে ও টিম লিডার পদবী আছে। যার যার টিমের কাজের জন্য টিম লিডারই তত্ত্বাবধানের জন্য দায়ী। ফলে টিম লিডার তার অধীনস্থদের পরিচালনা করেন, ভাল কাজের জন্য প্রভাবিত করেন এবং ভাল কাজ সম্পন্ন করান।

আমাদের কৃষক, গার্মেন্টস কর্মী ও প্রবাসীরা দেশের জন্য অর্থ ও সুনাম বয়ে আনেন। আরেকটি সেক্টর আছে যেটিও আমাদের জন্য সুনাম ও অর্থ বিদেশে থেকে আনতে পারে। সেটি হলো আউট সোরসিং"। ঘরে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাজ করে দিয়ে ডলার আয় করা। এ কাজ করতে ভাল ইংরাজি জানতে হবে। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের কাজ বুঝতে হবে জানতে হবে তবেই তা সম্ভব। এ কাজে ফিলিপাইন প্রথম, দ্বিতীয় ভারত। আমাদের এখানে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। যারা কম্পিউটারে ডিগ্রীধারী তাদের জন্য এটা সহজ। যাদের হাতে প্রচুর সময় আছে, যারা অবসর সময় ব্যবহার করতে চান বা কাজে ব্যস্ত থাকাতে চান তারাও বাড়তি আয়ের জন্য এ কাজ করতে পারেন। একাজের জন্য ইংরাজিতে ভাল জ্ঞান সহ কম্পিউটারের অন্তত: ৩/৪টি কাজে দক্ষ হতে হবে । এক সময় গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের নারী পুরুষদের প্রচুর কাজ করতে হতো। কিন্তু বর্তমানে জায়গা জমি কমে যাওয়ায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইউনিট হওয়ায় তাদের কাজ কমে গেছে। ফলে শহর ছাড়াও গ্রামের নারী পুরুষের হাতে ও অনেক সময় আছে। কিন্তু তাদের যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নাই। একাজে সরকার, সমাজ, বিভিন্ন সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিকেই এগিয়ে আসতে হবে। ইংরেজি ভাষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিকে হরতাল বহির্ভূত রাখতে হবে। এসব পদক্ষেপ বিশেষ বিবেচনার মাধ্যমে গ্রহণ করা হলেই কেবল মাত্র আমাদের ব্যবস্থাপনা উন্নত হবে ।

মোঃ মাসুদুল হক, সাবেক অতিঃ আই জি পি